কুতথ্যের কথকতা-২

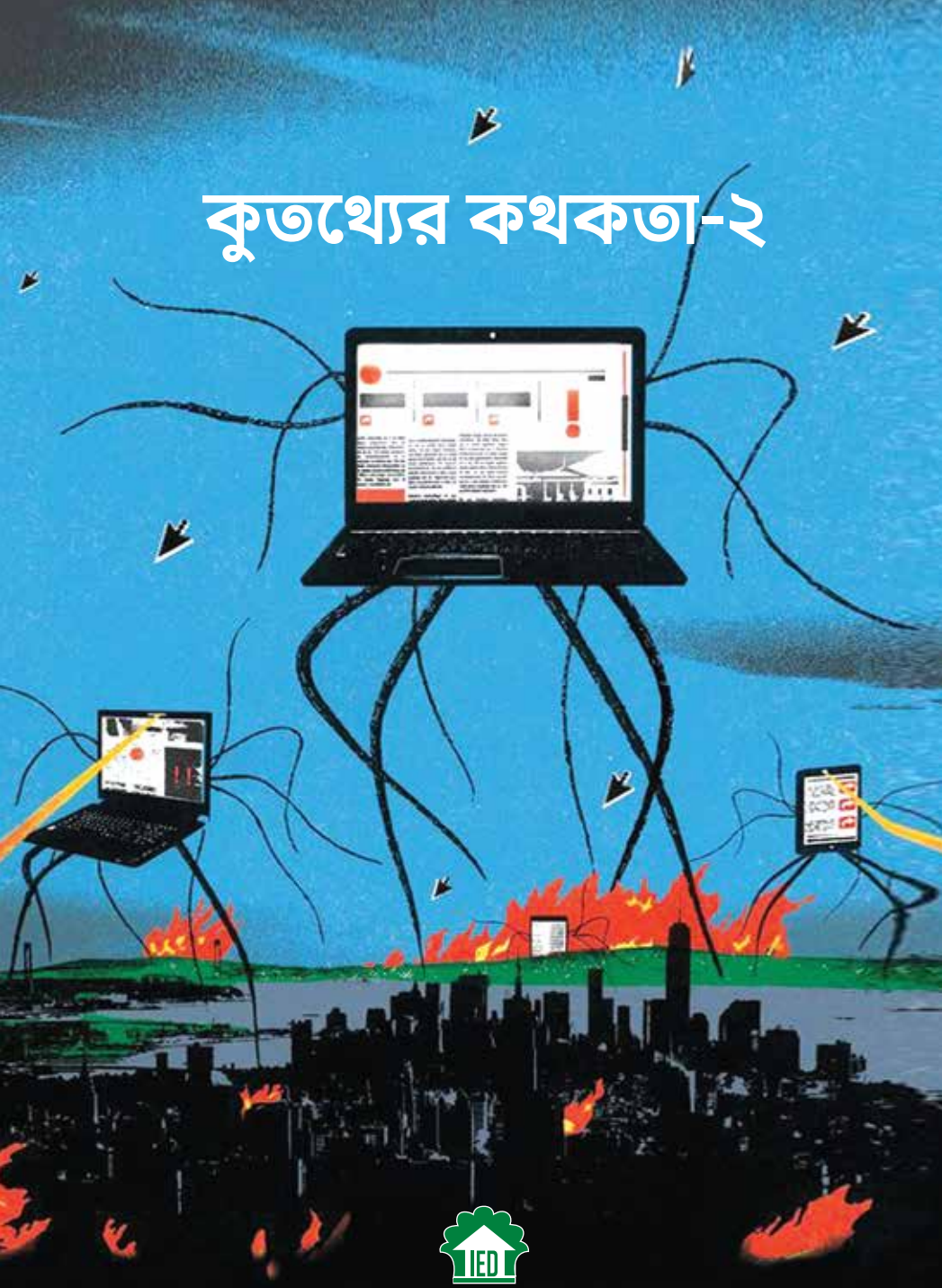

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)

কুতথ্যের কথকতা-২

কুতথ্যের কথকতা-২

লেখা, সংকলন, অনুবাদ
wmqvg mv‡ivqvi Rvwgj

সম্পাদনা
†R¨vwZ P‡Ævcva¨vq

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)

কুতথ্যের কথকতা-২

cKvkKvj
মার্চ ২০২৩

cKvkK
Bbw÷wUDU di Gbfvqibt‡g›U A¨vÛ †W‡fjc‡g›U (AvBBwW)
১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন : +৮৮০ ২ ৪১০২২৫১০, ৪১০২২৫০৯
ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.iedbd.org

g`K
Kvicvm
ফোন ; +৮৮ ০২ ৪৪৬১২০৯৩, ০১৭১২৭৭০০৪২
ই-মেইল : carpasmcbd@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.carpasmc.com

Kutather Kathakata-2
A booklet on combating digital disinformation.
Published by Institute for Environment and Development (IED), Dhaka

Supported by
The Asia Foundation

cm½K_v

মানুষের মনোগঠন পরিবর্তন করে সমাজ রূপান্তরের জন্য আইইডি কাজ করে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তি ও সমাজের সৃজনশীল উদ্যোগসমূহ সামাজিক জাগরণে সংগঠিত করতে সংস্থা সহযোগিতা করে।

আমরা ভার্চুয়াল সমাজে প্রবেশ করেছি। তথ্য-প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জন ও তার নানামাত্রিক চর্চা শুরু হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথ্যবিনিময় সম্পর্ক ও নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। দেশে প্রায় সাড়ে এগারো কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ও প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত। অনিবার্য এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে মনোজগতের পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় সক্ষমতা জরুরি।

সঠিকভাবে নিয়ম মেনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার না করে অনেক সময় নানা কুতথ্য ছড়িয়ে সমাজে সম্প্রীতি নষ্ট ও অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। সুশাসন ব্যাহত হয়। সমাজে অযাচিত বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ঘটে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য না ছড়ানো ও প্রয়োজনে প্রতিহত করতে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সুশাসন রক্ষায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং সকলের সমমর্যাদা নিশ্চিত করা জরুরি।

অনলাইনে কুতথ্য প্রতিরোধে প্রথাগত নাগরিক সমাজের সদস্যদের সচেতন, দায়িত্বশীল ও জনউদ্যোগ গঠনে আইইডি দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহায়তায় †÷b‡`wbs U¨vwWkbvj wmwfj †mvmvBwU (wUwmGm) U KgevU wWwRUvj wWmBbdi‡gkb Bb evsjv‡`k শিরোনামে যশোর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, গাইবান্ধা, রাজশাহী ও খুলনায় একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তারই অংশ হিসেবে সমাজে কুতথ্য প্রতিরোধে সহায়তা করতে আমরা এই বুকলেটটি তৈরি করেছি।

এটি প্রস্তুত করতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

নুমান আহম্মদ খান
নির্বাহী পরিচালক

KZ_¨

কুতথ্য বলতে মিথ্যা, ভুল, বিভ্রান্তিকর এমন সব তথ্যকে বোঝায় যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, সম্প্রদায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারো ক্ষতি করা বা কারো অনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য উপস্থাপন ও প্রচার করা হয়। কুতথ্যের ধারণাটি এমন যাচাইযোগ্য মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্যকে বোঝায় যা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ বা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারিত করতে তৈরি করা হয়।

সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থানের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ছে নানা ধরনের কুতথ্য, ভুলতথ্য ও কূটতথ্য। বিশ্বে বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৪০ভাগ এর বেশি মানুষ কুতথ্য, ভুলতথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কেননা এটি সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে মেরুকরণ এবং বিভিন্ন রকম হস্তক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কুতথ্য নাগরিকদের নানাভাবে বিভ্রান্ত ও প্রভাবিত করতে পারে। তার মধ্যে পড়ে সম্প্রীতি, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, সামাজিক শৃঙ্খলা, মানবাধিকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, প্রতিষ্ঠান বা গণতন্ত্রসম্মত কৌশলের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা সৃষ্টি, নির্বাচন ব্যাহত করা এমন কি জলবায়ু পরিবর্তনের মত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলিকে গুরুত্ব না দেয়া।

কুতথ্য দেশে, আঞ্চলিকভাবে ও বিশ্বে যত বেশি বিস্তৃত এবং বহুমুখী হয়ে উঠবে, কেবল বিভ্রান্তির বিষয়বস্তুর মাত্রা নয় বরং এটির সাথে থাকা প্রভাবিত করার কৌশলগুলিকে মোকাবিলা করা তত বেশি প্রয়োজনীয় হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং খ্যাতি বা সুনাম বিষয়ক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারের অণুপ্রেরণাগুলি বোঝাও গুরুত্বপূর্ণ- যাতে এইগুলি সমাধান করা যায়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে যেকোন সময় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠী- যে কেউ কুতথ্য তৈরি করতে ও ছড়িয়ে দিতে পারে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও কুতথ্য মোকাবেলার ইউনেস্কো ওয়ার্কিং গ্রুপ অপপ্রচারের জন্য দায়ী বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করার সময় যারা বিষয়বস্তু তৈরি করে এমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানিদাতা ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান যারা মিথ্যা প্রচারের জন্য দায়ী তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি করে।

কুতথ্যগুলো একাধিক সামাজিক মিডিয়ার প্লাটফরম জুড়ে সমন্বিত প্রচারণা চালানো হয় বলে তা মানুষে মানুষে সম্পর্ক, সামাজিক সংহতি, সাংস্কৃতিক ঐক্য ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসনের জন্য সবচাইতে বড় হুমকি।

তথ্য বিভ্রান্তির প্রকারভেদ

কি	সংজ্ঞা	ধারণা
ভুলতথ্য	ভুল বা বেঠিক তথ্য সাধারণত অন্যকে বিভ্রান্ত বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য ছাড়াই ছড়ায়।	কারো-কারো মতে, এর মধ্যে কখনো কখনো বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা লুকিয়ে থাকে। তাই অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির কারণ হতে পারে। আবার হতে পারে যিনি তথ্যটি প্রচার করছেন তিনি একে সঠিক মনে করছেন।
কুতথ্য	ইন্টারনেটে প্রদত্ত মিথ্যা, জালিয়াতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর এমন সব খবরাখবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ডাটা, ইমেজ, ভিডিও বা ফুটেজ।	ইউনেস্কোর (UNESCO) মতে 'কোনো একজন ব্যক্তি, সামাজিক গ্রুপ, সংগঠন বা দেশের ক্ষতি করার জন্য' ডিজিটাল ডিজইনফরমেশন (ডিডি) তৈরি করা হয়। এর মাধ্যমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কুতথ্য ভীষণ বিপজ্জনক, কারণ অনেক সময় খুব গুছিয়ে, যথেষ্ঠ মাত্রায় অর্থ ব্যয় করে এবং অটোমেটেড প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিডিকে শক্তিশালী করে তোলা হয় ও ছড়িয়ে দেয়া হয়।
কূটতথ্য	যখন সঠিক তথ্য ক্ষতি করার জন্য প্রচার করা হয়। এটি এমন তথ্য যার সত্যতা রয়েছে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে খারাপ উদ্দেশ্যে।	সত্য হলেও, বিশেষ একটি সময়ে বা বিশেষ কোন স্থানে এ তথ্যটি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা কোন একজন ব্যক্তি, কোন ব্যক্তি, একটি সংগঠন বা দেশের ক্ষতি করতে পারে। অনুমতি ছাড়া একজন ব্যক্তির গোপন বা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও বা ফটো অনলাইনে দেয়া, সরকারি গোপন দলিল ফাঁস করে দেয়া বা ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া কূটতথ্য প্রচার হিসেবে দেখা যায়। এটি শুধু শব্দ-বাক্য (text) নয়, তা ভিডিও বা ছবিও হতে পারে।

KZ‡_¨i Rb¨ DmKvwb

গবেষণায় কুতথ্য ছড়ানোর পিছনে আর্থিক বা রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ধরনের উসকানি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থ, তাদের এজেন্ডা, ট্রোলিং করার পাশাপাশি খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা। প্রায়শ সাধারণের কাছে বিকৃত তথ্যকে বোঝানোর চেষ্টা না করে যে নীতিগুলো সম্প্রীতির মাধ্যমে সমাজকে একত্রিত করে রাখে সে বিশ্বাসের নীতিগুলি নষ্ট করে বিভাজনের উপর জোর দেয়া হয়। মিথ্যাকে সামনে নিয়ে আসে, বিভ্রান্তির জন্ম দেয় এবং সত্যের পতনে ভূমিকা রাখে।

অন্য ক্ষেত্রে স্রোতের বিপরীতে থাকা মানুষের জন্য কুতথ্য একটি শক্তিশালী কৌশল হতে পারে। এটি তাদের বেশি সুবিধা পাওয়ার কৌশলের উপর তৈরি হয়। স্বল্প খরচে, কম ঝুঁকিপূর্ণ, নৈতিকভাবে বা আইনের দ্বারা কম সীমাবদ্ধ বলে তা সমাজে খুব কার্যকর প্রভাব ফেলে।

অর্থনৈতিক সুবিধা বিবেচনায় দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী সোশ্যাল মিডিয়া কুতথ্য প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কারণ প্রতি বছর বিভ্রান্তিকর সাইটগুলিতে প্রায় ০.২৫ বিলিয়ন ডলার বিজ্ঞাপনে ব্যয় করা হয়।

কুতথ্য ছড়ানোর সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমত, বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য রাজনৈতিক অনুপ্রেরণায় তারা তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রেরণা সামাজিক প্লাটফরমের অর্থনৈতিক মডেলগুলির সাথে যুক্ত থেকে লাভবান হয়। তাই মিথ্যা হলেও লোভনীয় বিষয়বস্তুগুলো ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করে। সব শেষে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির সাথে সম্পর্কিত বলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক সুনাম বা খ্যাতির প্রেরণা রয়েছে। যদিও বিষয়টি বন্ধু, পরিবার বা গোষ্ঠীর সম্মতি বা অনুমোদনের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করছে।

gvbewaKvi I MYZ‡ši Dci ¸Re I cvëv-¸Re Gi cfve

অনলাইনে কুতথ্য বা গুজব ও পাল্টা গুজব মানবাধিকারের উপর প্রভাব ফেলে। এটি চিন্তার স্বাধীনতার অধিকারকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া কুতথ্য ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার; মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার; সাংস্কৃতিক অধিকার; জনসাধারণের জন্য বা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে।

আরও বিস্তৃতভাবে বললে কুতথ্য বা ভুলতথ্য গণতন্ত্রের গুণমানকে হ্রাস করে। এটি গণতান্ত্রিক

প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা নষ্ট ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বিকৃত করে আর অনলাইনে নৈতিকতাহীন অসভ্যতা ও মেরুকরণকে উৎসাহিত করে।

যদিও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য শক্তিশালী তথ্য বা পাল্টা-তথ্য, সুচিন্তা ও মতামতের প্রয়োজন। তবু গুজব নিজেই মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের গুণমান হ্রাস বা ধ্বংস করতে পারে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের জন্য মূল্যবান {আইসিসিপিআর অনুচ্ছেদ ১৯(২)}। এর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও তথ্য পাওয়ার অধিকার। এমনকি মানবাধিকার আইনের অধীনে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিভিন্ন তথ্যের বিষয়বস্তুর অভিব্যক্তিও সুরক্ষিত থাকে।

বর্তমান ডিজিটাল সমাজে সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কগুলিতে বিশ্বব্যাপী সকলের জন্য প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল নিশ্চিত করেছে যে, এ সুযোগ তারা অফলাইনের চাইতে অনলাইনে অনেক বেশি গ্রহণ করে।

ডিজিটালাইজেশন বর্তমান সমাজে নানামাত্রিক কুতথ্য, ঘৃণাসূচক বক্তৃতা ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের প্রতি নাগরিকদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের পথকে প্রশস্ত করেছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য কোথাও কোথাও নানাভাবে ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন প্রকার প্রভাব লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভুলতথ্য মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির অনেকগুলি উপাদানকে হুমকির মুখে ফেলে।

চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার এবং প্রভাবমুক্ত মতামত ধরে রাখার অধিকার

UDHR (The Universal Declaration of Human Rights) এর ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

প্রত্যেকেরই স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে হস্তক্ষেপ ছাড়াই মতামত গ্রহণ ও ধারণ করার স্বাধীনতা আর যেকোনো যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য ও ধারণা অন্বেষণ, গ্রহণ ও প্রদান করার স্বাধীনতা।

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) এর ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

১. কোন ধরনের প্রভাব ছাড়াই প্রত্যেকের নিজ মতামত রাখার অধিকার থাকবে;
২. প্রত্যেকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার থাকবে; এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে চাওয়া-পাওয়ার স্বাধীনতা: মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে বা মুদ্রণে সমস্ত ধরণের তথ্য ও ধারণা এবং কোন শিল্পকর্ম তার পছন্দের কোনও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা;
৩. অনুচ্ছেদ ২-এ প্রদত্ত অধিকারগুলি অনুশীলনের সাথে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাই এটি কিছু বিধিনিষেধের অধীন হতে পারে, তবে এগুলি শুধুমাত্র আইন দ্বারা প্রদত্ত এবং

প্রয়োজনীয়;
(ক) অন্যের অধিকার বা সম্মানের জন্য;
(খ) জাতীয় নিরাপত্তা বা পাবলিক অর্ডার বা জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতার সুরক্ষার জন্য;
ICCPR-এর আর্টিকেল ১৯ (২০১১ সাল অনুযায়ী) চিন্তার স্বাধীনতা এবং স্বাধীন মতপ্রকাশ উভয়কেই অন্তর্ভূক্ত করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি ঘোষণা করে যে, চিন্তার স্বাধীনতা ও স্বাধীন মতপ্রকাশ হল ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত। এগুলো যে কোনো সমাজের জন্য অপরিহার্য। তা সবসময় মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি গঠন করে। চিন্তার স্বাধীনতার মাধ্যমে কারো মতামত অজান্তে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রভাবিত না করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে।

bvMwi‡Ki †MvcbxqZvi AwaKvi

ICCPR এর ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

১. কেউ তার গোপনীয়তা রক্ষা এবং পরিবার, বাসস্থান বা চিঠিপত্রের কারণে স্বেচ্ছাচারী বা বেআইনি হস্তক্ষেপের শিকার হবেন না বা তার সম্মান ও সুনামের উপর বেআইনি আক্রমণের শিকার হবেন না।
২. প্রত্যেকেরই এই ধরনের হস্তক্ষেপ বা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

UDHR এর ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'কেউ তার গোপনীয়তা রক্ষা এবং পরিবার, বাসস্থান বা চিঠিপত্রের কারণে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপের শিকার হবেন না বা তার সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করা যাবে না'।

কুতথ্যের ব্যবহার দুটি উপায়ে নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুনাম ও গোপনীয়তার ক্ষতি করে। এর লক্ষ্য দর্শক-পাঠক-শ্রোতাদের মধ্যে ব্যক্তির গোপনীয় বিষয়কে প্রকাশ করা। গোপনীয়তা লঙ্ঘন একাধিকভাবে, আন্তঃসম্পর্কিত এবং পুনরাবৃত্ত কর্মগুলিতে ঘটে। ডিজিটাল প্রযুক্তি দ্বারা দুনিয়া জুড়ে তা ব্যক্তিগত ও জনসমাজ উভয় ক্ষেত্রেই সহজলভ্য হয়। অনলাইনে গোপনীয়তা লঙ্ঘন অফলাইনে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের তুলনায় অনেক বেশি প্রসারিত। কারণ সেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তিসমূহ তার পরিধি বাড়িয়ে দেয় ও প্রভাবকে তীব্র করে।

ডিজিটাল যুগে ব্যক্তির মর্যাদা ও গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে শুরু করে মাইক্রো-টার্গেটিং বার্তাগুলির জন্য অনলাইনে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ ও তার ব্যবহার করে। এ সমস্যা একটি নতুন স্তরের মুখোমুখি হয়েছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির মর্যাদা

ও গোপনীয়তার অধিকারের মধ্যে একটি সুক্ষ্ম রেখা রয়েছে। ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষাকে শক্তিশালী করেছে।

মানবাধিকারের জন্য জাতিসংঘের হাইকমিশনার (ওএইচসিএইচআর) নিশ্চিত করেছে যে, ন্যূনতম মানগুলির উপর একটি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক ঐকমত্য রয়েছে যা রাষ্ট্র, ব্যবসায়িক উদ্যোগ এবং অন্যান্য ব্যক্তি প্রতিনিধি দ্বারা ব্যক্তিগত ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। এই ন্যূনতম মানগুলির গ্যারান্টি দেওয়া উচিত যে, ব্যক্তিগত তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ সঠিক, আইনানুগ ও স্বচ্ছ হওয়া দরকার যাতে নাগরিকদের সুনাম ও ব্যক্তির গোপনীয়তাকে ক্ষতি করে এমন ভুলতথ্যের লক্ষ্যবস্তু হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে, EU জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (জিডিপিআর) ব্যক্তিগত ডেটা প্রক্রিয়াকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে যে, ডেটা আইনসম্মতভাবে, ন্যায্যতার সাথে ও স্বচ্ছভাবে প্রক্রিয়া করা প্রয়োজন।

MVbgjK gZcKv‡ki ¯vaxbZvi AwaKvi

UDHR এবং ইন্টারন্যাশনাল কভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (ICCPR), আর্টিকেল ১৯-এ মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করে।

তথ্যে প্রবেশ ও প্রচারের অধিকার শুধু সত্যতথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ২০১৭ সালের মার্চ মাসে মতামত প্রদান ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিষয়ে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদকের যৌথ ঘোষণা, অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ (ওএসসিই), অর্গানাইজেশন ফর আমেরিকান স্টেটস (ওএএস) এবং আফ্রিকান কমিশন অন হিউম্যান অ্যান্ড পিপলস সকলেই জোর দিয়েছিল যে, তথ্য ও ধারণা দেওয়ার মানবাধিকার কেবল 'সঠিক' বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, অধিকারটি এমন তথ্য ও ধারণাগুলিকেও রক্ষা করে যা মানুষকে হতবাক ও বিরক্ত করতে পারে।

উভয়ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের উদ্বিগ্ন বলে ঘোষণা করেছে। প্রথমত. যেখানে কর্তৃপক্ষ ভুলতথ্যের জন্য মিডিয়াকে হেয় করে ও ভয় দেখায়, পাশাপাশি কখনো বলে যে, এসব তথ্যের মাধ্যমে মিডিয়া মিথ্যা বলছে। অন্যদিকে তারা বলে, অস্পষ্ট ধারণার উপর ভিত্তি করে তথ্য প্রচারের ওপর সাধারণভাবে নিষেধাজ্ঞা দেয়া উচিত। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধের আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে বেমানান বলে মিথ্যা খবর বাতিল করা উচিত।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসৎ উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর কুতথ্য ছড়াবেন না এতে সম্প্রীতি নষ্ট হয়

জনউদ্যোগ

A_‰bwZK, mvgwRK I mvs¯‹zK AwaKvi

ভুলতথ্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলিকেও প্রভাবিত করে। ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কে ব্যক্তিগত মানসিকতার ধারণা থেকে শুরু করে ভিন্ন সংস্কৃতি-খাদ্য-পোশাক-চিন্তা বা মতামত পর্যন্ত অস্বীকার করে। এ অপতৎপরতা সমাজে মেরুকরণ ঘটায় এবং ব্যক্তি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা নষ্ট করে। এই ধরনের কারসাজি করা তথ্য ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক, যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ এবং কোন একটি সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগত অধিকারের ক্ষেত্রে ক্ষতি করতে পারে।

বেশ কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে যা বিভ্রান্তিকর তথ্যের দ্বারা ব্যাহত হতে পারে। UDHR-এ অনুচ্ছেদ ২৫(১) বলেছে, 'প্রত্যেকেরই মানসম্মত জীবন যাপন করার অধিকার রয়েছে। যেমন নিজের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের জন্য এমনকি পরিবারের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা পরিচর্যা, প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবার পাশাপাশি বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা, বিধবা, বার্ধক্য বা অন্যান্য জীবিকার অভাবের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকার।

ICESCR Gi 12 Ab‡”Q` wbwðZ K‡i-

১. বর্তমান চুক্তির প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপক্ষগুলি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মান উপভোগ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি যা মানবাধিকারকে বিকৃত করেছে। Blackbird একটি সংস্থা যার উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্তগ্রহণকে উন্নত করা এবং তথ্যের সত্যতা শক্তিশালী করা। টুইটারে দেয়া বিকৃত তথ্যের পরিমাণ বিশ্লেষণ করে ব্ল্যাকবার্ড একটি গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করেছে। সেখানে কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব নিয়ে একটি বিভ্রান্তিকর প্রচারাভিযান চিহ্নিত করেছে।

ভাইরাসের ডাউনপেন্ডিং স্পষ্টতই জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ২০২০ সালের অক্টোবরে দ্য ল্যানসেট সতর্ক করেছিল যে, ডিজিটাল প্লাটফরমের সাথে ভ্যাকসিন বিরোধী আন্দোলন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তিমূলক প্রচারাভিযান ছড়িয়ে দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। দাবি করা হয়, ২০১৯ সাল থেকে অ্যান্টি-ভ্যাক্সাররা ৭.৮ মিলিয়ন লোককে ফলোয়ার বানিয়েছে। ফলে ভ্যাকসিনবিরোধী আন্দোলন সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলির মাধ্যমে বার্ষিক ১ বিলিয়ন ডলার আয় করতে সক্ষম হয়েছে।

MYZwšK cwµqvi Dci cfve

ভুলতথ্য অনেক সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মৌলিক চিন্তা, বিষয় ও তার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর প্রভাব ফেলে। পার্লামেন্টারি অ্যাসেম্বলি অব দ্য কাউন্সিল অব ইউরোপ (PACE) উদ্বেগ প্রকাশ করে তথ্যদূষণ সম্পর্কে একটি ডিজিটাল স্কেল সংযুক্ত করেছে। তার থেকে এর ক্রমবর্ধমান মেরুকরণ, বিশ্বব্যাপী বিস্তার, জনমত গঠন, নানামুখি হস্তক্ষেপের প্রবণতা ও কারসাজি জানা যায়। তথ্য জানা ও তা শেয়ার করার চিন্তাচেতনা গণতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন জনসাধারণের জন্য একটি পূর্বশর্ত।

ডিজিটাল কুতথ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা নষ্ট করে, মিডিয়া ও নাগরিকদের সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং গণতন্ত্রের ক্ষতি করে'। এর উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল সমাজের ভবিষ্যৎ বিবেচনায় নিয়ে ইউরোপীয় কমিশনের কৌশল ইউরোপকে নতুন রূপ দিচ্ছে। ভুলতথ্য গণতান্ত্রিক সমাজের মেরুকরণ করে এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার মতো গণতান্ত্রিক স্তম্ভকে ক্ষুণ্ন করে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করতে কুতথ্য ছড়ানোর অনেক উপায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সমাজে বিশ্বাসযোগ্যতা কমানোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সমন্বিত উপায়ে নানারকম কুতথ্য ছড়ানো।

মূলধারার মিডিয়ার পাশাপাশি বিকল্প সংবাদ মাধ্যমের বিকাশ ঘটেছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, অনলাইন প্লাটফরমের ব্যবসায়িক মডেল এমন সব বিষয়বস্তু ব্যবহার করে যা মানুষকে নানাভাবে উস্কে দেয় এবং এর ফলে সমাজে মেরুকরণ বাড়ে। এটি সবসময় আরও সমমানের শ্রোতা ও দর্শক তৈরির পক্ষে কাজ করে আর সমাজে বিকল্প মতামতের প্রতি সহনশীলতা হ্রাস করে।

সমাজে প্রায় ৮০% লোক বিশ্বাস করে দেশের রাজনীতি, অন্যদেশের রাজনীতি এবং পরিবারে বা বন্ধুদের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনায় বিভ্রান্তিকর কিছু তথ্যের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। আর তা সমাজে মেরুকরণ বাড়ায়।

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, কুতথ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তম্ভে অবিশ্বাসের বীজবপন করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে সরকার, সংসদ ও আদালত বা তাদের প্রক্রিয়া, সরকারী প্রতিষ্ঠান, সেইসাথে সাংবাদিক ও মিডিয়া।

উদাহরণস্বরূপ, ইপসোস পাবলিক অ্যাফেয়ার্স দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষা ও সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল গভর্নেন্স ইনোভেশন (সিআইজিআই) রিপোর্ট করেছে যে, বিভ্রান্তি ছড়ানোর কারণে অনেক নাগরিকের আস্থা মিডিয়া (৪০%) এবং সরকার (২২%) এর প্রতি কমেছে।

wWwRUvj mwnsmZv `gb

ICCPR এর ২০(২) ধারায় বলা হয়েছে-

২. জাতীয়, জাতিগত বা ধর্মীয় বিদ্বেষের যে কোনো সমর্থন যা বৈষম্যের জন্য উস্কানি দেয় এবং শত্রুতা বা সহিংসতা তৈরি করে সেগুলো আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হবে। কুতথ্য নাটকীয়ভাবে গুরুতর ডিজিটাল সহিংসতা বৃদ্ধির সাথে আরো বেশি জড়িত।

মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ভিডিও ক্যামেরা ও অনুরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করার মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে একজন ব্যক্তিকে ভয় দেখানো, অপমান বা আঘাত করার অভিপ্রায়কে ডিজিটাল সহিংসতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সাইবার ভায়োলেন্স ও সাইবার-স্টকিং সামাজিকভাবে হয়রানির মতো নিয়ন্ত্রণ ও জবরদস্তিমূলক আচরণের একটি পরিসর। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কিছু মিডিয়া সাইট যেখানে সম্মতিছাড়া অন্তরঙ্গ ছবিপ্রচার ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে উদ্দীপক সহিংসতা ছড়ানো হয়। তার শিকার রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও বেসরকারি সমাজকর্মীর পাশাপাশি বিভিন্ন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি হতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে কখনো কখনো রাষ্ট্র দ্বারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবহার বা ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ হতে পারে। তখন শুধুমাত্র সম্ভাবনা নয়, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলির মাধ্যমে সরকার নিরীক্ষণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে এবং ডিজিটাল নজরদারি, উন্নত বায়োমেট্রিক মনিটরিংসহ নাগরিকদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ করতে প্রচারণা চালায়। অনেক সময় এই কাজগুলি সমাজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করে। তখন অনেক সময় ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মতো অধিকার খর্ব হয়।

†KwfW-19 msKUKv‡j KZ‡_¨i cfve

কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে কুতথ্য সুনামির আকারে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে সমাজে কোভিড বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং শক্তিশালীভাবে প্রচারিত হয়েছে।

-আন্তোনিও গুতেরেস, জাতিসংঘ মহাসচিব

- কোভিড-১৯ বিষয়ে ভুয়া খবর বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছে, ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবিশ্বাসের জন্ম হয়েছে এবং নাগরিকদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে।

- কোভিড-১৯ সঙ্কটের সময় ছড়িয়ে পড়া বেশিরভাগ বিভ্রান্তির বিষয়বস্তু পুনরায় যাচাই করে দেখা যায় মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্যগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে এসেছে।

কোভিড-১৯ মহামারি EUকে তার বাহ্যিক নীতিগুলিকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করেছে যাতে ক্রমবর্ধমান হুমকি এবং অনলাইন ম্যানিপুলেশন মোকাবিলা করা যায়। অনিশ্চয়তার এই সময়ে তথ্যখরচ বেড়েছে। এর ফলে ডেটার অত্যধিক এক্সপোজার, ভুয়া খবর বৃদ্ধি ও প্রতারণা পাবলিক প্রতিষ্ঠানে অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) উল্লেখ করেছে যে, বিশ্বব্যাপী নাগরিকরা নিজেই মহামারি এবং এর চারপাশে উদ্ভূত অনিশ্চিত পরিবেশ উভয়েরই শিকার। এটি ভুলতথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য EPI-WIN নামে একটি পাইলট প্রোগ্রাম চালু করেছে।

২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টুইটারে দুই মিলিয়ন বার্তা পোস্ট করা হয়েছে। মোট বার্তার ৭% করোনভাইরাস সম্পর্কে কুতথ্য ছড়িয়েছে। Reporters Without Borders-এর মতে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৭৪% সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভুয়া খবর' নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অনির্ভর তথ্যগুলো মানুষের মাঝে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের পক্ষে যখন তথ্যের বিশ্বস্ত উৎস ও নির্ভরযোগ্য নির্দেশিকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন তা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

কুতথ্য জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে, কারণ এটি জনগণের সরকারি স্বাস্থ্য পরামর্শ উপেক্ষা করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে জড়িয়ে পড়ার দিকে পরিচালিত করে। উদাহরণস্বরূপ, মাদাগাস্কারে রাষ্ট্রপতি অ্যান্ড্রি রাজোয়েলিনা কোভিড-১৯ নিরাময়ের জন্য একটি অপ্রমাণিত হার্বাল চাষের প্রতি সমর্থন দেখিয়েছিলেন। রয়টার্স ইনস্টিটিউট উল্লেখ করেছে রাজনীতিবিদ, সেলিব্রেটি ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিক মহামারি চলাকালীন অনলাইনে ভুলতথ্য ছড়িয়েছে।

একটি গবেষণা সমীক্ষায় দেখা যায় রাষ্ট্র পরিচালক, মতামত প্রকাশকারী ও বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের কাছ থেকে আসা মিথ্যা তথ্যগুলি মোট কুতথ্যের ২০% প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের ৬৯% এর জন্য দায়ী।

আফ্রিকার ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থাগুলি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে, মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে এই ধরনের ১০০০টিরও বেশি বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন বাতিল করেছে, রয়টার্স ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণা সমীক্ষা অনুসারে, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে মহামারি হিসেবে ছড়িয়ে পড়া অনলাইনে বিভ্রান্তিকর তথ্যের মধ্যে ৮৭% পুনঃসম্পাদিত তথ্য।

†Kwfw Z‡_¨i AmvgÄmZv

জানুয়ারি ও মার্চ ২০২০ এর মধ্যে আন্তর্জাতিক ফ্যাক্টচেকার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে

প্রকার	বিষয়বস্তু	সুযোগ
পুনর্বিন্যাস		৫৯% বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তু চিহ্নিত
সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট	নতুন বিষয়বস্তু ১০০% মিথ্যা, এরজন্য ডিজাইন করা হয়েছে প্রতারণা করা এবং ক্ষতি করা	৩৮% বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তু চিহ্নিত
ব্যাঙ্গ	কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্য, কিন্তু সঙ্গে বোকা বানানোর সম্ভাবনা	৩% বিভ্রান্তিকর বিষয়বস্তু চিহ্নিত
অপরাধমুলক তৎপরতা		আইবিএম-এর এক্স-ফোর্স থ্রেট ইন্টেলিজেন্স শনাক্ত করেছে : মার্চ মাসে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত স্প্যাম আগের বছরের তুলনায় ৬০০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। জানুয়ারি থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত গুগল ৮২.৫ মিলিয়নেরও বেশি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন ব্লক বা মুছে ফেলা হয়েছে। ইউটিউব থেকে ১৩০০টির বেশি অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা হয়েছে।

পাঠক্রম, সরকারি-
বেসরকারি সকল
প্রতিষ্ঠান,
সভা-সমাবেশ ও ধর্মীয়
অনুষ্ঠানে
জাতি-ধর্ম-বর্ণ
লিঙ্গের
(নারী-পুরুষ ও
লিঙ্গবৈচিত্র্যের) মানুষ
বিষয়ক
সকল প্রকার
বৈষম্যমূলক বক্তব্য
বর্জন করতে হবে

এধরনের বক্তব্য প্রদান
সংবিধান পরিপন্থি

জনউদ্যোগ

সহযোগিতায়: IED

মার্চ ২০২২

we`¨gvb ceYZv

কুতথ্য একটি মহামারি হিসেবে বিশ্বব্যাপী ঘটনা হয়ে উঠেছে। ডিজিটালাইজেশনের দ্রুতগতি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি একত্রে হাইপার-সংযোগ এবং ইন্টারনেটে অনুপ্রবেশ ক্ষমতার সাথে প্রভাব বিস্তার করে। বৈদেশিক বিষয় ও নিরাপত্তা নীতির জন্য ইইউ'র উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি জোসেপ বোরেল বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। কোভিড-১৯ 'ইনফোডেমিক' দেখিয়েছে বিভ্রান্তিকর তথ্য কীভাবে ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অধিকার উপলব্ধি করতে বাধা দিতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য সমাজে সম্প্রীতি, বৈচিত্র্যকে আঘাত করছে। এমনকি বিভ্রান্তিকর তথ্য ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের মানুষ আর মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে সমস্যায় ফেলছে।

AvBwb ms¯v, K‡cv‡iU Kvhµg I bvMwiK mgvR AvBb cYqbKvix ms¯v

মার্চ ২০২০ নাগাদ, কমপক্ষে ২৮টি দেশ কুতথ্য সম্পর্কিত আইন পাশ করেছে যেখানে কোন কোন দেশ বিদ্যমান আইন হালনাগাদ করেছে বা নতুন নিয়ম পাশ করেছে। এক্ষেত্রে মিডিয়া ও নির্বাচনী আইন থেকে সাইবার সিকিউরিটি এবং পেনাল কোড পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আইন পরিবর্তিত হবার সুযোগ রয়েছে।

পয়ন্টার ইনস্টিটিউট বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ম্যাপিং করে বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তি বিরোধী কাজের একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। ২০১৯ সালে চিলিতে চীনের গুজব ছড়ানোর জন্য 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ন করে' বলে মিডিয়া বা সাংবাদিকতার উপর ক্র্যাকডাউন সহজ করে। কানাডা ও ফ্রান্স একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে টেক প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছতার উন্নতির জন্য আইন চালু করেছে।

শুধু আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা নয়, সরকারি কর্মকাণ্ডের বাইরে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি দ্বারা অনেক কিছু করা হয়েছে যা বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে জড়িত। ২০১৮ সালে, এ৭ কানাডার উদ্যোগ অনুসরণ করে র‍্যাপিড রেসপন্স মেকানিজম (RRM) প্রতিষ্ঠা করেছে যার উদ্দেশ্য হুমকি থেকে গণতন্ত্র রক্ষা করা এবং তথ্য ভাগাভাগির পাশাপাশি প্রতিক্রিয়াগুলির সমন্বয় সাধন। RRM শুধু অপতৎপরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সাধারণভাবে গণতন্ত্রের জন্য হুমকিগুলিও মোকাবিলা করে।

K‡cv‡iU Kvhµg

২০১১ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে ব্যবসায় ও মানবাধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের নির্দেশিকাগুলিকে অনুমোদন করেছে। তাই এটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে যে, কোম্পানিগুলির মানবাধিকারকে সম্মান করার বাধ্যতামূলক একটি দায়িত্ব রয়েছে। বৃহত্তম ডিজিটাল তথ্য প্ল্যাটফর্মগুলি এখন তাদের মানবাধিকার দক্ষতা বৃদ্ধি করছে এবং বিশেষ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর নজর দিচ্ছে কারণ তারা ভুলতথ্য এবং নানামুখি হস্তক্ষেপের

বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারা ফ্যাক্ট চেকারদের সাথে কাজ করছে ও রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। তবে নিয়ম ও পদ্ধতিগুলি প্ল্যাটফরমগুলির মধ্যে আলাদা।

প্ল্যাটফরমগুলি কীভাবে ব্যক্তিগত তথ্যসংগ্রহ করে, তারা এটি দিয়ে কী করে বা তাদের অ্যালগরিদমগুলি কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এবং এইভাবে মাইক্রো টার্গেটিং এবং বিভ্রান্তি তৈরি করে।

বেশিরভাগ পদক্ষেপগুলি সবচেয়ে বড় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরমগুলির বিষয়বস্তু কিউরেশনের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯ সালে Facebook কন্টেন্ট মডারেশনের জন্য ১৫,০০০ কর্মী নিয়োগ করেছে।

বিপরীতে হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন ব্যবহার করে যেখানে বিষয়বস্তু প্রবেশ করতে পারে না। এছাড়াও ডেডিকেটেড ডিসইনফরমেশন সাইট রয়েছে (যেমন ইনফোয়ারস, কিউ-অ্যানন) যেগুলি এই ধরনের বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে না।

যদিও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে ভুলতথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কন্টেন্ট কিউরেশন সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে, পাশাপাশি অন্যান্য সতর্কতাও গ্রহণ করেছে, যেমন ফ্যাক্ট চেকারদের সাথে কাজ করা।

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ

প্রকার	সুযোগ
ফেসবুক	● রাজনৈতিক প্রচারণার নিয়ম : যে কোন বিজ্ঞাপনদাতাকে রাজনৈতিক ইস্যুর প্রচারণার পূর্বে বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে যাচাই করতে হবে। ● প্রতিক্রিয়া দলকে সহায়তা করার জন্য মেশিন লার্নিং প্রয়োগ করে জালিয়াতি শনাক্ত করা এবং প্রমাণিত স্প্যামের বিরুদ্ধে প্রচলিত নীতি প্রয়োগ করা। ● ফ্যাক্ট চেকারের সাথে মিডিয়া সচেতনতার প্রচারণা শুরু করা।
টুইটার	● মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য চিহ্নিত বা অপসারণ করা যেন একটি নির্বাচন বা অন্যান্য প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের আস্থাকে ক্ষুণ্ন না করে।
ইউটিউব	● রাজনৈতিক প্রচারণার নিয়ম : যে কোন বিজ্ঞাপনদাতাকে রাজনৈতিক ইস্যুর প্রচারণার পূর্বে বিভিন্ন প্ল্যাটফরমে যাচাই করতে হবে।

প্রকার	সুযোগ
	● প্রতিক্রিয়া দলকে সহায়তা করার জন্য মেশিন লার্নিং প্রয়োগ করে জালিয়াতি শনাক্ত করা এবং প্রমাণিত স্প্যামের বিরুদ্ধে প্রচলিত নীতি প্রয়োগ করা। ● ফ্যাক্ট চেকারের সাথে মিডিয়া সচেতনতার প্রচারণা শুরু করা।
ইন্সটাগ্রাম	● তৃতীয়পক্ষের ফ্যাক্ট চেকার দ্বারা মিথ্যা বা আংশিকভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এমন তথ্যকে চিহ্নিত করা। ● Facebook-এ যদি কিছু মিথ্যা বা আংশিকভাবে মিথ্যা চিহ্নিত করা হয়, তাহলে সেটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা।
হোয়াটস অ্যাপ	● বার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে সংখ্যার সীমাবদ্ধতা।

KZ‡_¨i cwZwµqv

কুতথ্যের প্রতিক্রিয়া	পরিমাপ ও পদক্ষেপ	জড়িত বিষয়
চিহ্নিত প্রতিক্রিয়া	■ পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য যাচাই প্রতিক্রিয়া ■ অনুসন্ধানমূলক প্রতিক্রিয়া	সংবাদ সংস্থা, ইন্টারনেট কমিউনিকেশন কোম্পানি, একাডেমিয়া, সিভিল সোসাইটি সংগঠন ও স্বাধীন ফ্যাক্ট চেকিং সংস্থা
প্ররোচক, প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারীদের প্রতিক্রিয়া	■ আইন প্রণয়ন, প্রাক-বিধান, এবং নীতি প্রতিক্রিয়া (ভুলতথ্য রোধ করা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করা) ■ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে পাল্টা তথ্য প্রচারণা ■ নির্বাচনী প্রতিক্রিয়া (নির্বাচনের অখণ্ডতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করার জন্য এমন মাধ্যম ব্যবহার যা কুতথ্য সনাক্ত ও প্রতিরোধ করে)	আইনি এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা এই শ্রেণির প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য একটি বহুমাত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন যাতে নিরীক্ষণ এবং সত্যতা যাচাই, আইনি, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত সমন্বয় থাকে।

KZ‡_¨i cwZwµqv

কুতথ্যের প্রতিক্রিয়া	পরিমাপ ও পদক্ষেপ	জড়িত বিষয়
বিতরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে প্রতিক্রিয়া	■ তত্ত্বধায়ক প্রতিক্রিয়া (সম্পাদকীয় ও বিষয়বস্তু নীতি এবং সম্প্রদায়ের মান ■ প্রযুক্তিগত ও অ্যালগরিদমিক প্রতিক্রিয়া ■ বিমুদ্রীকরণ প্রতিক্রিয়া	নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি (উদাহরণস্বরূপ, গোপনীয়তা নিশ্চিত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ বা স্বাধীন সালিশের সুবিধা) সামাজিক প্ল্যাটফরম
কুতথ্য প্রচারণার মাধ্যমে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা।	■ নৈতিক এবং আদর্শিক প্রতিক্রিয়া ■ শিক্ষাগত প্রতিক্রিয়া ■ ক্ষমতায়ন ও বিশ্বাসযোগ্যতার লেবেল প্রচেষ্টা ■ একটি মুক্ত ও বৈচিত্র্যময় মিডিয়ার জন্য সমর্থন	নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা, একাডেমিয়া এবং শিক্ষা ব্যবস্থা, সংবাদ সংস্থা

bvMwiK mgvR

নাগরিক সমাজ সবসময় কুতথ্য, ভুলতথ্য, মিথ্যাতথ্য, শনাক্তকরণ ও প্রতিক্রিয়া প্রদানের কেন্দ্রবিন্দুতে। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে পর্যবেক্ষণ, সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা ও অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা। তারাই বিভিন্ন অধিকারভিত্তিক সমস্যা সমাধানে মানবাধিকারভিত্তিক পন্থা অবলম্বন করে। নাগরিক সমাজ এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উদ্যোগ নিলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের কাছে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। তাহলে ভুলতথ্যের ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধ করতে সমাজেরও ক্ষমতায়ন হবে।

অনলাইনে কুতথ্য প্রতিরোধ করি

COMBAT DIGITAL DISINFORMATION

Institute for Environment and Development (IED)

ভুলতথ্যের বিরুদ্ধে অধিকারভিত্তিক উদ্যোগ

fvj Abkxjb wPýZKiY

সাম্প্রতিককালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্যের বিরুদ্ধে কাজ বা এটি মোকাবিলা করার প্রচেষ্টাও বেড়েছে। অনেক যোগাযোগ মাধ্যমে তার প্রতিফলন রয়েছে, যেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কুতথ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হচ্ছে। এর ভাল চর্চা ও অনুশীলনগুলো সমাজে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। অপর দিকে বেশ কিছু দেশ কুতথ্য মোকাবিলায় নতুন নতুন পন্থা বের করেছে। সে চর্চাগুলো সমাজে প্রচার করা দরকার। প্রয়োজন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের মানুষের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার রক্ষায় কাজের কৌশল ঠিক করা। তাহলে ভাল কাজগুলো সমাজে প্রভাব ফেলবে ও মানবাধিকার বিষয়ে উদ্বেগ থাকবে না।

সরকারি উদ্যোগ

কুতথ্য প্রতিরোধে সরকার ও সরকারি কর্তৃপক্ষের জন্য সময় উপযোগী কর্মকাণ্ড রয়েছে। যা সবসময় মানবাধিকারকে বিবেচনায় নেবে, সমাজে ব্যক্তির সমমর্যাদা ও সমঅধিকারকে প্রাসঙ্গিক করবে। কিছু দেশে সরকার এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ভুলতথ্যের বিরুদ্ধে তাদের নতুন আইনি বিধিনিষেধের উপর মানবাধিকারের প্রভাবগুলি পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেছে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় ভুলতথ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কারণ গণতান্ত্রিক অধিকারের সুরক্ষার সাথে বিভ্রান্তি প্রতিরোধ করা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। পদক্ষেপগুলি ব্যবহারের সবচাইতে ভাল ক্ষেত্র নির্বাচনকালে তথ্যের স্বচ্ছতা বাড়াতে নির্বাচন কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ। নাগরিকদের অধিকতর ও কার্যকরভাবে তথ্যের অধিকার দেওয়ার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ ভূমিকা রাখে। প্রতিটি সরকারের শুধু কুতথ্য ছড়ানোর প্রক্রিয়াগুলির উপর লক্ষ্য রাখা নয়, তার নানামাত্রিক মোকাবিলা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কাজ করা প্রয়োজন।

বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সমাজের ক্ষমতায়ন

সমাজের বিভিন্ন স্তরে তথ্য বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রদান প্রয়োজন। যেমন আইন; কর্পোরেট ও সুশীল সমাজ। অনলাইনে তথ্য প্রদানের কৌশল সম্পর্কে মনোযোগের পাশাপাশি তা প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রবিধান তৈরি প্রয়োজন। সামাজিক প্ল্যাটফর্ম ও নাগরিকসমাজস্তরে কুতথ্যের বিরুদ্ধে কাজ জোরদার করা উচিত। দেশের সরকার ও নাগরিক সমাজকে কুতথ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টাকে আনুষ্ঠানিক ও উদার সহায়তা প্রদান করা উচিত।

তৃণমূল পর্যায়ে কুতথ্য প্রতিরোধ কার্যকর করতে সুপারিশ

১. বিভ্রান্তি মোকাবিলায় স্থানীয় উদ্যোগকে সমর্থন করা

সমাজসদস্যদের কুতথ্য প্রতিরোধে স্থানীয় উদ্যোগগুলির জন্য সমর্থন বৃদ্ধি করা দরকার। যারা নীতিগুলি পরিচালনা করে তাদের এই উদ্যোগ সমর্থন করার পাশাপাশি মানবকেন্দ্রিক ডিজিটালাইজেশন-এর সুযোগ গ্রহণ দরকার। সেখানে কুতথ্যের বিরুদ্ধে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠার জন্য এই ধরনের উদ্যোগের অনেক সুযোগ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ভবিষ্যতে এই অধিকার-ভিত্তিক উদ্যোগের জন্য আরও বেশি সহায়তা করতে পারে। তাহলে কুতথ্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামে স্থানীয় সম্প্রদায়কে প্রাসঙ্গিকভাবে সাহায্য করবে।

২. মিডিয়াতে বহুত্ববাদের প্রতি সমর্থন বাড়ানো

বহু বছর ধরে মিডিয়া বহুত্ববাদের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে, তবুও এটি তাদের কাজের মধ্যে এখনও বিশিষ্টতা ও অগ্রাধিকার পায়নি। মিডিয়া তথ্যের উৎসের জন্য সবসময় বিস্তৃত পরিসরকে সমর্থন করে। স্বীকার করে যে, তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানে আরো অনেক মূল্যবান দায়িত্ব ও কাজ রয়েছে। সমাজে কুতথ্য বুঝতে মিডিয়া ফ্যাক্ট চেকিং প্রকল্পের সাথে যুক্ত হতে ও তাদের সহায়তা নিতে পারে। মিডিয়া বহুত্ববাদের জন্য কাজ করতে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত তৈরি করা যেতে পারে।

৩. কুতথ্যের অপতৎপরতায় দ্রুত সাড়া দেওয়া

যখন মিথ্যা প্রচারণা সমাজে বিপজ্জনক পর্যায়ে যায়, সমাজে সম্প্রীতি নষ্ট করে, মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করে তখন সমাজসদস্য ও মিডিয়া এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে যুবসমাজ দ্রুত সাড়া প্রদান করতে পারে। কমিউনিটি পর্যায়ে কুতথ্যের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সামাজিক উপস্থিতি ও সুতথ্যের প্রচার দরকার। সেই সাথে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্রুত সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন।

৪. ভুলতথ্য প্রতিরোধে সমাজে ছোট ফোরামের ক্ষমতায়ন

কুতথ্যের বিভ্রান্তি মোকাবিলার উপায় হিসেবে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার উদ্যোগ নির্মাণ করা উচিত। সমাজে সম্প্রীতি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার কৌশলের অংশ হিসেবে সমাজ ও কমিউনিটিতে সামাজিকভাবে সক্রিয় মানুষের সহযোগিতায় ছোট আকারের ফোরাম গড়ে তোলা প্রয়োজন। কুতথ্যের বিরুদ্ধে সমর্থন বাড়তে সেই ফোরাম কাজ করবে। তাদের জন্য তথ্য প্রদান ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা উচিত যাতে তারা সামাজিক সম্প্রীতি ও সম্পর্ক, পারস্পরিক সহযোগিতা, বৈচিত্র্য এবং মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে কুতথ্যের সাথে লড়াই করতে পারে।

৫. মানবাধিকার উন্নয়ন

সম্প্রীতি, বৈচিত্র্যের ধারণা ও মনোজগতে তার চর্চা, সামাজিক সংহতি সর্বোপরি মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সম্পর্কে সমাজে নিয়মিত মতবিনিময়, আলোচনা ও বিতর্ক চলমান রাখতে হবে। এছাড়া ডিজিটাল প্রযুক্তি দক্ষতা ও অনলাইন যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সচেতন করতে সারাদেশে নাগরিকদের জন্য প্রচুর পরিমাণে কর্মসূচি পরিচালনা দরকার। এই ধরনের সচেতনতা কর্মসূচি চলমান থাকলে নতুন ডিজিটাল সমাজে সকলের সক্রিয়তা বাড়বে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য কমে আসবে আর মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা ও চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দেশে এখনো অনেক মানুষের জন্য তথ্য-প্রযুক্তি এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কম। এখন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশ্বজুড়ে নাগরিক সমাজের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ এবং এর মতো প্রযুক্তিগত দিকগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে অনেক উদ্যোগ শুরু হয়েছে। টেক সংস্থাগুলি মানবাধিকার কর্মীদের সাথে কাজ করলে তাদের প্রযুক্তিগত কাজ কীভাবে গণতান্ত্রিক গুণমান ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত করা যায় তার হদিশ করা সম্ভব।

৬. সংলাপ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্যের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার জন্য সমাজে নানাপর্যায়ে মতবিনিময়, সংলাপ, তর্ক-বিতর্ক, শুরু করা প্রয়োজন। এর ফলে নানামাত্রিক কুতথ্যের বিরুদ্ধে সমাজের ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গের মানুষের সমমর্যাদা ও সমঅধিকার বোঝা ও চর্চার জন্য চিন্তার কাঠামো পরিবর্তন হবে। বিশেষ করে গণতন্ত্রের জন্য একটি সামাজিক ফোরাম কাজ করতে পারে। এছাড়াও অনলাইনে কুতথ্য প্রচার বা ক্ষতিকর বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নতুন নীতিমালা তৈরি আর সে অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিশ্চিত করা দরকার। সরকার ও নাগরিকসমাজ এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষক হতে পারে। কুতথ্যের পাল্টা সুতথ্যের মাধ্যমে মানবাধিকারের ধারণা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়াও আইনসভার মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি প্রয়োজনীয় অনুশীলন ফোরাম তৈরি করা সম্ভব।

উপসংহার

আমাদের সমাজ ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করেছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে সক্ষমতা অর্জন ও তার নানামুখি চর্চা শুরু হয়েছে। অনেক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথ্যবিনিময়, পারস্পরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগর নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। দেশে কোটি কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত। অনিবার্য এ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ও সক্ষমতা জরুরি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিয়ম না মেনে অনেক সময় নানা কুতথ্য ছড়িয়ে সমাজে সম্প্রীতি নষ্ট ও অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করা হয়। চিন্তার স্বাধীনতা ব্যহত হয়। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়। সুশাসন ব্যাহত হয়। সমাজে অযাচিত বিরোধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাতে ঘটে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুতথ্য না ছড়ানো ও প্রয়োজনে প্রতিহত করতে ব্যক্তি, নাগরিক সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সুশাসন রক্ষায় তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্র, মানবাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি।

Institute for Environment and Development (IED)

The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

Institute for Environment and Development (IED)

The Asia Foundation
Improving Lives, Expanding Opportunities

Bbw÷wUDU di Gbfvqib‡g›U A¨vÛ †W‡fjc‡g›U (AvBBwW)

সমাজ-উন্নয়নকর্মী, বিশেষত সক্রিয়জনদের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়ন এবং জন ও পরিবেশ সহায়ক সমাজ রূপান্তরের লক্ষ্যে আইইডি ১৯৯৪ থেকে কাজ করছে। সংস্থা সমাজ রূপান্তরের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং সৃজনশীল চিন্তা ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগসমূহকে সামাজিক জাগরণে সংগঠিত করতে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। যুব, নারী, দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন এবং স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গঠনমূলক ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়াসকে জনউদ্যোগে রূপান্তর করা। আইইডি জনসম্পৃক্ত থেকে অধিকারমুখী গতিশীল সমাজ রূপান্তরে আস্থাবান।
সংস্থার কর্মপরিধি দেশের ৯টি জেলায়।

¯c : গণতান্ত্রিক, প্রতিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ।

Afxó : নেটওয়াকিং, অ্যাডভোকেসি, ক্যাম্পেইন ও কর্মোন্মাদনার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সমতা, জীবনমানের নিরাপত্তা, সুশাসন ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন এগিয়ে নিতে জনউদ্যোগ উদ্দীপ্ত করা।

mvi gj¨‡eva : স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সমতা ও সাম্য, উদ্ভাবন ও গ্রহণোন্মুখতা, যৌথ অংশগ্রহণ ও সংবেদনশীলতা এবং নারী, শিশু ও ভিন্নভাবে সক্ষমদের অধিকার রক্ষা

Pjgvb KgmwP I cKímgn

- জনউদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও ক্ষমতায়নে প্রণোদনা (প্রিপ)
- স্ট্রেনদেনিং ট্র্যাডিশনাল সিভিল সোসাইটি (টিসিএস) টু কমবাট ডিজিটাল ডিসইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ
- বৈচিত্র্যের জাগরণ
- আদিবাসী শিক্ষার্থী ও যুবদের সক্ষমতা তৈরি
- শিক্ষায় আমার অধিকার প্রচারাভিযান
- জনউদ্যোগে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে প্রণোদনা

†K›` Kvhvjq : যশোর ও ময়মনসিংহ।

RbD‡`¨vM †Rjv : ঢাকা, যশোর, খুলনা, রাজশাহী, নাটোর, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও শেরপুর।